Political Science (Honours) 5th Sem

CC-11: Classical Political Philosophy

Aristotle : Forms, Virtue, Citizenship, Justice, State and Household Presentation themes: Classification of governments; man as zoon politikon

By- Shyamashree Roy, Assistant Prof.

অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন গ্রীক দার্শনিক, যুক্তিবিদ এবং বিজ্ঞানী। তাঁর শিক্ষক প্লেটোর পাশাপাশি, অ্যারিস্টটলকে সাধারণত রাজনৈতিক তত্ব সহ বেশ কয়েকটি দার্শনিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবশালী প্রাচীন চিন্তাবিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এরিস্টটল উত্তর গ্রীসের স্টাগিরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতা ম্যাসিডোনের রাজার দরবার চিকিত্সক ছিলেন। যুবক হিসাবে তিনি অ্যাথেন্সের প্লেটো একাডেমিতে পড়াশোনা করেছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে তিনি এথেন্স মাইনর এবং লেসবোস-এ দার্শনিক ও জৈবিক গবেষণা চালানোর জন্য এথেন্স ত্যাগ করেছিলেন এবং তারপরে ম্যাসেডোনের দ্বিতীয় রাজা ফিলিপ তাঁকে তাঁর ছোট ছেলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে শিক্ষক করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। আলেকজান্ডার তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরপরই গ্রীক নগর-রাজ্যগুলির জয়কে একীভূত করে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ শুরু করে। অ্যারিস্টটল আথেন্সের বাসিন্দা এলিয়েন হিসাবে ফিরে এসেছিলেন এবং ম্যাসেডোনিয়া ভাইসরয় অ্যান্টিপ্যাটারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি রাজনীতি সহ তাঁর কয়েকটি বড় বড় গ্রন্থ লিখেছিলেন বা কমপক্ষে কাজ করেছেন। আলেকজান্ডার হঠাৎ মারা গেলে, ম্যাসেডোনিয়ার সংযোগের কারণে অ্যারিস্টটলকে এথেন্স থেকে পালাতে হয়েছিল এবং এর পরেই তিনি মারা যান। অ্যারিস্টটলের জীবন তার রাজনৈতিক চিন্তাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়: জীববিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ তার রাজনীতির প্রকৃতিবাদে প্রকাশিত বলে মনে হয়; তুলনামূলক রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি তাঁর ভ্রমণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল; তিনি প্লেটো প্রজাতন্ত্র, স্টেটসম্যান এবং আইন থেকে ব্যাপক নেওয়ার সময় কঠোর সমালোচনা করেছেন; এবং তার নিজের রাজনীতিই শাসক এবং রাষ্ট্রপতিদের গাইড করার উদ্দেশ্যে, তিনি যে উচ্চ রাজনৈতিক চেনাশোনাগুলিতে সরেন সেগুলি প্রতিফলিত করে।

অ্যারিস্টটল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান থেকে পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে নৈতিক তত্ত্বের ধারণা পোষণ করেন। এর পদ্ধতিটি অবশ্যই তার বিষয় ভাল ক্রিয়াকলাপ এর সাথে মেলে এবং এই ক্ষেত্রটিতে অনেকগুলি সাধারণীকরণ কেবল বেশিরভাগ অংশের জন্য এই বিষয়টি অবশ্যই সম্মান করে। আমাদের জীবন উন্নতির জন্য আমরা নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করি এবং সেজন্য এর প্রধান উদ্বেগ হ'ল মানব-স্বভাবের প্রকৃতি। পুণ্যগুলিকে একটি সজীব জীবনযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণের জন্য এরিস্টটল সক্রেটিস এবং প্লাটোকে অনুসরণ করে। প্লেটোর মতো তিনিও নৈতিক গুণাবলী (ন্যায়বিচার, সাহস, মেজাজ ইত্যাদি) জটিল যৌক্তিক, সংবেদনশীল এবং সামাজিক দক্ষতা হিসাবে বিবেচনা করে। তবে তিনি প্লেটোর এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে পুরোপুরি ধার্মিক হওয়ার জন্য বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদর্থকতা কী তা বোঝার দরকার পড়ে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন, তা হ'ল বন্ধুত্ব, আনন্দ, পুণ্য, সম্মান এবং সম্পদ হিসাবে সামগ্রিক সামগ্রিকভাবে পুরোপুরি একসাথে খাপ খায় এমনভাবে একটি প্রশংসা। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই সাধারণ বোঝাপড়াটি প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই

যথাযথ লালন ও অভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিটি উপলক্ষে দেখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, কোন ক্রিয়াটি কোর্সের কারণে সর্বোত্তমভাবে সমর্থিত। সুতরাং ব্যবহারিক জ্ঞান, যেমন তিনি তা অনুধাবন করেন, কেবলমাত্র সাধারণ নিয়মগুলি শিখেই অর্জন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই অনুশীলনের মাধ্যমে সেইসব ইচ্ছাকৃত, আবেগময় এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে যা আমাদের প্রতি আমাদের উপযোগের জন্য উপযোগী এমন উপায়ে কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বোধগম্যতা প্রয়োগ করতে সক্ষম করে।

অ্যারিস্টটল দুটি নৈতিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন: নিকোমাচিয়ান নীতিশাস্ত্র এবং ইউদেমিয়ান নীতিশাস্ত্র। তিনি নিজেই এই দুটি উপাধি ব্যবহার করেন না, যদিও রাজনীতিতে তিনি সেগুলির একটিকে সম্ভবত উল্লেখ করেছিলেন - সম্ভবত ইউডেমিয়ান নীতিশাস্ত্র - চরিত্র সম্পর্কে এই লেখাগুলি। "ইউদেমিয়ান" এবং "নিকোমাচিয়ান" শব্দগুলি পরে যুক্ত করা হয়েছিল, সম্ভবত এই কারণটি ছিল তার বন্ধু ইউডেমাস এবং পরবর্তী পুত্র নিকোমাস দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যাই হোক না কেন, এই দুটি কাজ কম-বেশি একই স্থানে আবৃত: এগুলি ইউডাইমোনিয়া ("সুখ", "সমৃদ্ধ") নিয়ে আলোচনা শুরু করে এবং ("পুণ্য", "শ্রেষ্ঠত্ব") এর প্রকৃতির একটি পরীক্ষার দিকে পরিচালিত করে) এবং জীবনকে সর্বোত্তমভাবে বেঁচে রাখার জন্য মানুষের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। উভয় গ্রন্থই শর্তগুলি পরীক্ষা করে যেখানে প্রশংসা বা দোষ উপযুক্ত, এবং আনন্দ এবং বন্ধুত্বের প্রকৃতি; প্রতিটি কাজের শেষে, আমরা মানুষ এবং divine মধ্যে সঠিক সম্পর্ক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাই।

অ্যারিস্টটল যার মূল সূচনা দিয়ে শুরু করেন তা হ'ল মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল কি তা সম্পর্কে মতামতের ভিন্নতা রয়েছে এবং নৈতিক তদন্ত থেকে লাভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই এই মতবিরোধ সমাধান করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে নীতিশাস্ত্র কোনও তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা নয়: আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক তা কেবল কারণ আমরা জ্ঞান অর্জন করতে চাই না, তবে কারণ আমরা যদি আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে চাই তবে আমাদের ভাল অর্জন করতে আরও ভাল সক্ষম হব ঝঙ্কার. এই প্রশ্নটি উত্থাপনের ক্ষেত্রে - ভাল কি? আরিস্টটল ভাল আইটেমগুলির একটি তালিকা খুঁজছেন না। তিনি ধরে নিয়েছেন যে এ জাতীয় তালিকা বরং সহজেই সংকলন করা যায়; বেশিরভাগ একমত হবে, উদাহরণস্বরূপ, বন্ধুবান্ধব হওয়া, আনন্দ উপভোগ করা, সুস্থ হওয়া, সম্মানিত হওয়া এবং কমপক্ষে কিছুটা হলেও সাহসের মতো গুণাবলী থাকা ভাল। যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এই পণ্যগুলির মধ্যে কিছু অন্যের চেয়ে বেশি পছন্দসই হয় তখন আমরা কঠিন এবং বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অ্যারিস্টটলের ভালোর সন্ধান সর্বাধিক ভালের সন্ধান এবং তিনি ধরে নেন যে সর্বোচ্চ ভাল যা কিছু হিসাবে দেখা যায় তার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এটি নিজের পক্ষে কাম্য, এটি অন্য কোনও ভালের জন্য কাম্য নয়, এবং এর জন্য অন্যান্য সমস্ত পণ্য কাম্য।

অ্যারিস্টটল মনে করেন যে সবাই "ইউডাইমোনিয়া" ("সুখ") এবং "ইও জুন" ("ভালভাবে জীবনযাপন") পদগুলি এ জাতীয় পরিণতি নির্ধারণ করে গ্রীক শব্দ "ইউডাইমন" দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: "ইইউ" অর্থ "ভাল" এবং "ডাইমন" এর অর্থ "দেবতা" বা "স্পিরিট"। ইউডাইমন হ'ল এমন উপায়ে জীবনযাপন করা উচিত যা কোনও byশ্বরের দ্বারা ভাল হয়। তবে অ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিক রচনায় কখনও এই ব্যুৎপত্তিটির দিকে মনোনিবেশ করেন নি এবং মনে হয় এটির তার চিন্তায় খুব কম প্রভাব পড়ে। তিনি "ইউডাইমন" কে ইউ ইউনের

একমাত্র বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করেছেন ("ভাল বাস")। এই পদগুলি একটি মূল্যায়নমূলক ভূমিকা পালন করে এবং কেবল কারও মনের অবস্থার বর্ণনা নয়।

নাগরিকত্ব ও দাসত্বের এরিস্টটলের তত্ত্ব

অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন রক্ষণশীল বা traditional দার্শনিক, তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি অবশ্য বিদ্যমান শর্তাদি যুক্তিযুক্ত করার ও চ্যানেলাইজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে বিশ্বাস করেছিলেন। নাগরিকত্বের বিষয়টি হিসাবে, প্রাচীন গ্রিসে, বিশেষত এথেন্সে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল কেবল সুবিধাভোগী শ্রেণিকে বা অন্য কথায়, এটি ছিল তাদের উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়াত্ব। এই একচেটিয়া প্রকৃতির বংশগত ছিল, এবং অ্যারিস্টটলের মতে একচেটিয়া ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, বিচারিক এবং ইচ্ছাকৃত বিষয়গুলির অংশ হওয়ার অধিকার দেয়। অ্যারিস্টটল বিদেশী, দাস এবং মহিলা এবং অন্যান্য ম্যানুয়াল এবং মেনাল কর্মীদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে জনগণের উপরোক্ত বর্ণিত অংশগুলিতে জনপ্রিয় সমাবেশের সদস্য হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার নৈতিক ও বৌদ্ধিক উত্সাহ নেই। তিনি আরও বলেছিলেন যে রাজনীতির রাজনৈতিক জ্ঞান উপভোগ করার জন্য প্রকৃতি তাদের পক্ষ নেয় না। তদুপরি, এই শ্রেণিগুলি অবসর এবং পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বা মানসিক বিকাশ বহন করতে পারে না, যা নাগরিকত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হত। নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য, অ্যারিস্টটল আবাসিকরণ, মামলা করার অধিকার এবং নাগরিকের কাছ থেকে মামলা ও বংশোদ্ভূত হওয়ার মতো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছিলেন। উপরোক্ত গুণাবলী বাদে একজন ব্যক্তির বিচারিক ও ইচ্ছাকৃত কার্যক্রমে অংশ নিতে যথেষ্ট সক্ষম হওয়া উচিত এবং শাসন ও শাসন করার ক্ষমতাও থাকতে হবে। যার এই গুণাবলীর অভাব রয়েছে তিনি একজন সম্পূর্ণ এবং ভাল নাগরিক হতে পারেন না। ভাল নাগরিক এবং ভাল মানুষ: অ্যারিস্টটলের মতে, একজন ভাল নাগরিক এবং একজন ভাল মানুষকে অবশ্যই রাষ্ট্রের কল্যাণে নয়, বিভিন্ন অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হবে। জুয়েটের মতে, একজন ভাল নাগরিক ভাল মানুষ নাও হতে পারে; একজন ভাল নাগরিক হ'ল তিনি যারা রাষ্ট্রের জন্য ভাল সেবা করেন এবং এই রাষ্ট্রটি নীতিগতভাবে খারাপ হতে পারে। একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রের মধ্যে একজন ভাল নাগরিকের কীভাবে শাসন করতে হবে এবং কীভাবে বাধ্যতা বজায় রাখতে হবে তা জানা উচিত। ভাল মানুষ হ'ল শাসন করার উপযুক্ত। কিন্তু সাংবিধানিক রাষ্ট্রের নাগরিক আদেশ মান্য করে শাসন করতে শেখে। সুতরাং, এই জাতীয় রাজ্যে নাগরিকত্ব একটি নৈতিক প্রশিক্ষণ আরিস্টটল দৃভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে এই রাজ্যে মধ্যবিত্তের একটি শক্তিশালী ভূমিকা আছে। ম্যাক্সির মতে, অ্যারিস্টটলের নাগরিকত্বের তত্ত্বের অন্যতম বৃহৎ মূল্যবোধ ছিল রাজনৈতিক সমাজের উদ্ধার অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির শাসকদের সিংহাসনে আবদ্ধ, যা সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যবর্তী সুখী অর্থ উপস্থাপন করে। 'মধ্যবিত্তের অভিজাত' বলা যেতে পারে তার পক্ষে তাঁর অগ্রাধিকার স্থির ছিল। আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মতো তিনিও সম্পত্তিকম জনসাধারণকে সরকারের অংশীদারিত্বের সাথে কঠোরভাবে বাদ - দেবেন এবং সমান তীব্রতার সাথে ধনী ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধাগুলি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করবেন।-

ন্যায়বিচারের উপর

অ্যারিস্টটল ন্যায়বিচারের গুণাবলী প্লেটোর মতো বিস্তৃত অর্থে দেখছেন না; তিনি এটিকে চরিত্রের গুণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন (নিকডোচিয়ান নীতিশাস্ত্রের দশটি পুস্তকের একটিতেও, যা ইউদেমিয়ান নীতিশাস্ত্রেরও সাধারণ) এবং সংবিধান এবং রাজনৈতিক বিন্যাসের গুণ হিসাবে (রাজনীতিতে) হিসাবে বিবেচনা করে। প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয় বিচারের এই

রূপগুলির মধ্যে সম্পর্ক অ্যারিস্টটল মনে করেন তারা একই ধারণাটির সমার্থক প্রয়োগ না হয়ে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করছেন। যেহেতু পরবর্তী রাজনৈতিক বিচারের ধারণা তাই আমরা এখানে পূর্বের দিকে মনোনিবেশ করব। ন্যায়বিচার একটি ব্যক্তিগত গুণ হিসাবে চরিত্রের গুণাবলীর জন্য অ্যারিস্টটলের মডেল অনুসরণ করে, যেখানে পুণ্যটি মধ্যবর্তী বা আধিক্য এবং ত্রুটির ক্ষতিগুলির (নিকোচেন নীতিশাস্ত্র ভ) এর মধ্যে মধ্যবর্তী হিসাবে থাকে।

। তিনি বিতরণে ন্যায়বিচার এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রাক্তন, তিনি দাবি করেন, এক ধরণের আনুপাতিকতা মেনে চলেন, যার মধ্যে প্রতিটি প্রাপ্য যা অবদানের মধ্যে সম্পর্কের সাথে সমানুপাতিক। যদি এ বি এর দ্বিগুণ পরিমাণে অবদান রাখে (যে কোনও ক্ষেত্রে মেট্রিকের যা কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) তারপরেও এ-এর প্রত্যাবর্তন বি এর দ্বিগুণ হওয়া উচিত। ধারাবাহিক ন্যায়বিচারের এই ধারণাটি স্পষ্টতই নিজেকে "ভাগ্যের জিনিস" - এবং ধন-সম্পদের মতো কিছু সামগ্রীর কাছে অন্যের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে ধার দেয় but তবে এটি নীতিগতভাবে এই ধরণের পণ্যগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই, যদিও অ্যারিস্টটল যে উদাহরণগুলি প্রদান করে সেগুলি এরূপ প্রয়োগকে বোঝায়। একইভাবে, সংশোধন করে বিচার একটি ধরণের "পাটিগণিত অনুপাত" জড়িত। সি যদি ডি পরিমাণকে X এর দ্বারা প্রতারণা করে তবে তাদের মধ্যে এক ধরণের সাম্যতা পুনঃপ্রকাশের বিষয় হিসাবে ন্যায়বিচারের জন্য X এর C কে বঞ্চিত করা এবং X থেকে D পুনরুদ্ধার করা দরকার। এই কাঠামোগত ডিভাইসগুলি মার্জিত এবং আকর্ষণীয়, তবে এগুলি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন খোলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে, যেমনটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ধরে নিই তারা কী প্রয়োগ করে? দ্বিতীয়ত, যেভাবে তিনি কেবল নির্দিষ্ট অর্থে রয়েছেন সেই ব্যক্তির প্রকৃতিটি তারা কীভাবে দেখায়? (এটি, কীভাবে তারা পুণ্য হিসাবে ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত?) একটি গুণ হিসাবে বিশেষ ন্যায়বিচারের কোনও মডেল কি পুণ্যের সাধারণ মডেলকে কোনও গড় হিসাবে মানায় এবং যদি তাই হয় তবে এটি কোন ধরণের অর্থ? এরিস্টটল ন্যায়বিচারের ধারণার মধ্যে একটি পুণ্য কী তা তার স্বতন্ত্র বোঝার মধ্যে ছিন্নভিন্ন বলে মনে হয় - এমন একটি প্রয়োজনীয়তার সাথে যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও গুণ রয়েছে (নিকোমচিয়ান নীতিশাস্ত্র .১)), এবং মূলটির মতবাদটির মূল - একটি আনুষ্ঠানিক আদর্শ কাঠামোর রূপ হিসাবে ন্যায়বিচার, যাতে পুণ্য সহায়ক হয়ে ওঠার হুমকি দেয়। এগুলি হ'ল এই "বিশেষ" ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের বোধের সম্পর্কের প্রশ্নগুলি এবং জনগণের ন্যায়বিচারে ভূমিকা রাখায় ব্যক্তি হিসাবে ন্যায়বিচারের গুণাবলীর ভূমিকা ছেড়ে দেওয়া।

ARISTOTLE'S IDEAS ON STATE

অ্যারিস্টটলের মতে, রাজ্যটি ব্যক্তিদের একটি সম্প্রদায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যটি ভাল। একটি সম্প্রদায় হিসাবে রাজ্যের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং সেই উদ্দেশ্যটিও ভাল।

তবে রাজ্য কোনও সাধারণ সম্প্রদায় নয়। এটি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং স্বাভাবিকভাবেই এর উদ্দেশ্যটি সর্বোচ্চ বা সর্বোচ্চ। এইভাবে এটি স্পষ্ট যে সমস্ত সংঘের মতো

রাজ্যও একটি সমিতি। তবে এর উদ্দেশ্য অন্যান্য সংঘের চেয়ে আলাদা। আবার এটি কোনও সাধারণ সমিতি নয়। এটি সমাজ বা সামাজিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ পদ বা পদ ভোগ করে।

একজন সাধারণ জীববিজ্ঞানী হিসাবে, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের প্রকৃতিটিকে কয়েকটি উপাদানে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা অন্যান্য সংমিশ্রণগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত, যতক্ষণ না সেগুলি আর উপবিভাজিত করা যায়, আসুন আমরা একইভাবে রাষ্ট্র এবং এর উপাদান অংশগুলি পরীক্ষা করি। প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রকাশ করে যে রাষ্ট্রটি প্রাকৃতিক বা প্রকৃতির দ্বারা বিদ্যমান।

প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে আমরা পদার্থবিজ্ঞান এবং নামোসের প্রয়োগ খুঁজে পাই। শারীরিক অর্থ বৃদ্ধি, প্রকৃতি এবং মৌলিক বাস্তবতা বোঝায়। নমোসের অর্থ হ'ল মানবসৃষ্ট, সম্মেলন এবং প্রথা custom অ্যারিস্টটল বলেছেন যে রাজ্যটি প্রাকৃতিক বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু, এর বিভিন্ন অগ্রগতির পর্যায়ে, মানবসৃষ্ট আইন ও সম্মেলনগুলি হস্তক্ষেপ করেছে।

গ্রীক শব্দ কইনোনিয়া অর্থ সম্প্রদায় এবং সহযোগিতা উভয়ই। যদিও, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সম্প্রদায় এবং সংঘের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে আমরা এখানে শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহার করব এবং একে অপরকে বিনিময়যোগ্যও করব।

এটা সত্য যে মানুষ স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী প্রাণী এবং সে অন্যের স্বার্থ পূরণের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং মানুষের দ্বারা তৈরি আইন, ন্যায়বিচার, প্রতিষ্ঠান এবং সম্মেলনগুলি মন্দ হতে পারে। তবে অ্যারিস্টটল এটি গ্রহণ করে না।

তিনি অভিমত পোষণ করেন যে আইন এবং সম্মেলনগুলি মূলত ভাল এবং মানুষ তাদের উপকারী উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করার জন্য তৈরি করেছে। মোটকথা, রাজ্যের প্রাকৃতিকভাবে বিকাশ হয়েছে। এটি চুক্তি বা মানব দ্বন্দ্বের ফলাফল হিসাবে চিকিত্সা করা উচিত নয়। পুরুষরা তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য আইন, প্রতিষ্ঠান এবং সম্মেলন করেছে এবং এগুলি রাষ্ট্রের কার্যকারিতা সহজতর ও সমৃদ্ধ করেছে।

রাষ্ট্র যদি প্রাকৃতিক বিকাশ হয় তবে অবশ্যই বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। এখন কি অবস্থা? এরিস্টটল তাঁর যুক্তিটি এই কথা দিয়ে শুরু করেন যে রাজ্যের প্রথম স্তরটি হল গৃহস্থালী।

পুরুষ এবং মহিলা মধ্যে মিলন পরিবারের ভিত্তি গঠন করে। আবার, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে মিলন প্রজননের জন্য অপরিহার্য, যেহেতু একে অপর ব্যতীত শক্তিহীন।

এটি পছন্দের বিষয় নয়, তবে প্রকৃতির দ্বারা রোপন করা আকাঙ্ক্ষার ফল এবং এই আকাঙ্ক্ষাটি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। পরিবারে দাস, গরু এবং লাঙলের মতো অন্যান্য উপাদান রয়েছে এই উপাদানগুলি ব্যতীত একটি পরিবার নিজের শারীরিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা অনুসারে: "প্রকৃতির বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং দিনের পর দিন অব্যাহত থাকা ব্যক্তিদের এই সংঘবদ্ধতা হল পরিবার।"

পরিবার হ'ল সংঘের সহজতম রূপ এবং সহজতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। তবে মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন এবং স্বাভাবিকভাবেই এই চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য পরিবারের সক্ষমতা বাইরে।

বেশ কয়েকটি পরিবার বৃহত্তর চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি গ্রাম গঠন করেছে। এটি সাধারণত প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। গ্রামটি পরিবারের চেয়ে উঁচু হলেও এর সদস্যদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা করতে পারে না।

যখন বেশ কয়েকটি গ্রাম একত্রিত হয় যা একটি পলিস বা রাজ্যের জন্ম দেয়: "বেশ কয়েকটি গ্রামে গঠিত চূড়ান্ত সমিতি হল শহর বা রাজ্য। সমস্ত ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রক্রিয়াটি এখন সম্পূর্ণ

অ্যারিস্টটল পর্যবেক্ষণ করেছেন যে জীবনকে নিজেরাই সুরক্ষিত করার পাশাপাশি এর একটি আরও বড় উদ্দেশ্য রয়েছে, অর্থাত্ একটি ভাল জীবন সুরক্ষিত করা। তিনি অন্য কোথাও বলেছেন যে সাধারণ আগ্রহ পুরুষদের একত্রিত করার একটি কারণ, যেহেতু সকলের আগ্রহ প্রত্যেকের ভাল জীবনে অবদান রাখে। ভাল জীবন সত্যই রাষ্ট্রের প্রধান প্রান্ত - কর্পোরেট এবং স্বতন্ত্রভাবে উভয়ই।

অ্যারিস্টটলের কাছে সবকিছুর প্রকৃতিই এটি প্রথম নয় তবে এটির চূড়ান্ত শর্ত। এবং এর দিকে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে প্রকৃতি হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। পূর্ববর্তী সমিতিগুলি প্রাকৃতিক ছিল বলে নগর-রাষ্ট্রটি সংঘবদ্ধতার একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক রূপ। এই সমিতিটি অন্যদের শেষ এবং এর প্রকৃতি নিজেই একটি শেষ।

রাষ্ট্রটি কেবল প্রাকৃতিক নয় কারণ এটি historical বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়, তবে কারণ এটি একা মানুষের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে, এটি একাই স্বাবলম্বী।

পরিবার বা গ্রাম উভয়ই স্বাবলম্বী নয়। তারা মানুষের প্রয়োজনীয়তার একটি অংশই পূরণ করতে পারে। তার রাজনীতিতে আমরা দু'ধরণের স্বাবলম্বীতা পাই day প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ভাল জীবনের প্রয়োজনে স্বনির্ভরতা।

জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অ্যারিস্টটলের ধারণাকে নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের ধারণা থেকে আলাদা করা উচিত নয়। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি যে, অ্যারিস্টটলের মতে, ভাল জীবনের স্বার্থে উভয়ই নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাক্তনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাহ্যিক সামগ্রীর সহজ প্রাপ্যতা প্রয়োজন। কেবল পর্যাপ্ত আকার এবং পর্যাপ্ত জনসংখ্যার রাজ্যই বাহ্যিক সামগ্রীর সরবরাহ সহজতর করতে পারে।

অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে, মানুষ ভাল জীবন অর্জনের জন্য তার শারীরিক বা বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে চায়। পলিস ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় অপর্যাপ্ত। সুতরাং পলিসের সদস্যতা প্রয়োজনীয়।

জৈব রাষ্ট্রীয় চরিত্র: রাষ্ট্রীয় অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের উপর কেবলমাত্র এক নজরেই বাড়িটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে চালিত করে যে এটি প্রকৃতিতে জৈব – যার অর্থ এই যে রাজ্যটি একটি সংশ্লেষিত সমগ্র। তিনি এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছেন। "সম্পূর্ণ" এবং "সামগ্রিক" প্রাক্তনটির অর্থ হ'ল কোনও জিনিসের বিভিন্ন অংশ একত্রে একত্রে তৈরি করা হয় তাদের সংক্ষিপ্তসার দ্বারা অংশগুলি একটি makeক্য তৈরি করে। তবে পুরোটির অর্থ আলাদা জিনিস। পলিস বা রাজ্য সম্পূর্ণ। রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশ রয়েছে। তবে যখন তাদের একত্র করা হবে তখন theক্যের অর্থ ভিন্ন বিষয়। রাজ্য কোনও ব্যক্তির সমষ্টি নয়। এর সদস্যরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তিকেই কেবল একই অঞ্চলে বাস করে না। ব্যক্তিরা যখন পুরোটি গঠন করে তখন তারা একটি যৌথ ক্রিয়াকলাপ ভাগ করে নেয় এবং একই সাথে তাদের

বিচ্ছিন্নতাও হারাবে। আবার, অংশগুলি পুরো থেকে আলাদা করা হলে সেগুলি অকেজো হবে। এটি রাজ্যের জৈব তত্ত্ব। অ্যারিস্টটল বলেছেন – শহর বা রাজ্যের পরিবার এবং যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে অগ্রাধিকার রয়েছে। পুরো জন্য পূর্বে অংশ হতে হবে। হাত বা পা পুরো শরীর থেকে পৃথক করুন এবং তারা আর হাত বা পা হবে না। পৃথক হওয়ার পরে কোনও ব্যক্তি পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। অন্য কথায় বলতে গেলে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সদস্যপদই তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে এবং নৈতিক ও পুণ্যবান হতেও সহায়তা করে। নৈতিকতা এবং পুণ্যতা কেবলমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন পূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে পৌঁছায় সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি পলির সদস্য হয়ে যায় এবং মানুষ এবং পোলিসের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ পূর্বেরটিকে জন্তুটির স্তরে অধঃপতিত করে তুলবে। মানুষ যদি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয় তবে কী বলা যেতে পারে যে তিনি এটির সাথে সম্পূর্ণ মিশ্রিত? অ্যারিস্টটলের উত্তরটি একটি স্পষ্টিকর নং। সে কখনও মিশ্রণের কথা ভাবেনা। যদিও মানুষ পুরো অংশ, তবুও সে অন্য অংশের মতো পুরো সম্পর্কের ক্ষেত্রেই দাঁড়াবে। এর থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি তার পৃথক পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে। তাঁর রাজ্যটি এমন একটি যৌগিক যেখানে মূল অংশগুলি এখনও বোধগম্য। রাজ্যে ব্যক্তিরা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করবে তবে এই কাজগুলি পরিপূরক। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পোলিসের সদস্যপদ মানুষ ও গোষ্ঠীর পৃথক পরিচয়কে বাধা দেয় না এমন উকিল করে, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র গঠনের অংশগুলির বহুবচনতা স্বীকার করেছেন। এই পয়েন্টে তিনি প্লেটোকে সমালোচনা করেছেন, যিনি কম্যুনিজমের পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের মতপার্থক্যকে সরিয়ে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। অ্যারিস্টটল ভাবেন না যে পার্থক্যগুলি সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র একটি কংক্রিট এবং সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হবে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র: পরিবার বা আমাদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে শহর বা রাজ্যের অগ্রাধিকার রয়েছে। অ্যারিস্টটলের এই পর্যালোচনা সমালোচকদের এমন অভিযোগ গঠনে উত্সাহিত করেছে যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান ইচ্ছার কাছে অধীন করে দিয়েছেন। যদিও তিনি ব্যক্তির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তবে তিনি ভাবেন নি যে এই ব্যক্তির রাষ্ট্রের থেকে পৃথক আদর্শ, নৈতিকতা এবং মঙ্গল হবে না। অ্যারিস্টটলের মতে ব্যক্তি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সদস্যতা এবং পরাধীনতার মাধ্যমে এই গুণগুলি অর্জন করতে পারে। রাজ্য বা রাষ্ট্রের বিপরীতে তার অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে পারে না। ব্যক্তি যদিও রাজ্যের সাথে একীভূত না হয়, তার নৈতিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণের জন্য পুরোপুরি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের সদস্যপদ না থাকলে ব্যক্তিদের উঁচু আদর্শ অবাস্তব থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তির নির্ভরতা বা অধীনতা একটি বিরাট বিতর্কের বিষয়। এখন আসুন বিষয়টি একটি আলাদা কোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যাক। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করতে সহায়তা করে তবে রাষ্ট্রটি ব্যক্তির অধীনস্থ। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তি যদি মনে করে যে তার ব্যক্তিগত সুরক্ষা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে এবং তাকে সহায়তা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, তবে ব্যক্তির মতামত রাষ্ট্রের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে আপোষের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে যদি ব্যক্তির উদ্দেশ্য হ'ল পলিসকে সাধারণ ভাল অর্জনে সহায়তা করা হয় তবে রাষ্ট্রের মতামত সর্বদা প্রাধান্য পাবে এবং পৃথককে অবশ্যই রাজ্যের কাছে জমা দিতে হবে। সাধারণ ভাল করার সুযোগে ব্যক্তিগত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যাই হোক না কেন, ব্যক্তির আগ্রহ বিশেষ চিকিত্সার দাবি করতে পারে না। রাজ্যে প্রচলিত ভাল মঙ্গলের জন্য তাকে অবশ্যই নিজেকে উত্সর্গ করতে হবে। অ্যারিস্টটলের দ্বারা কল্পনা করা রাষ্ট্র হ'ল নৈতিকতা, আদর্শ, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সর্বাধিক প্রকাশ এবং এগুলি সমস্ত বিভক্তকরণের বাইরে। যেহেতু ব্যক্তিটি যুক্তিবাদী এবং কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে আগ্রহী হয় না, তাই তিনি উপরে বর্ণিত মূল্যবোধ ও আদর্শ অর্জন

করতে চান এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সদস্যপদই তাকে সহায়তা করতে পারে। অ্যারিস্টটল গ্রীক দর্শনে লালিত হন যা সর্বদা সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে ভাবা হয় সমস্ত প্রাচীন গ্রীকদের মতো তিনি কখনও মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেন নি। সমস্ত গ্রীক দার্শনিকের কাছে, সাধারণের অর্জনই ছিল কোনও পোলিসের একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অ্যারিস্টটল ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের দাবির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রের অধীনে রাখেন, তবে তিনি রাষ্ট্রকে আরও বেশি এবং ব্যক্তিদের চেয়ে কম সমর্থন করেন। যদিও এটি গ্রীক দার্শনিকদের মতামত ছিল, আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই জিনিসটি পাওয়া যায়। স্বৈরাচারবাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে ব্যক্তিগণকে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত না করেই তাকে বরখাস্ত করা যেতে পারে, সেই ব্যক্তির উপর দলের বৈধ শক্তির সাধারণ গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গির একটি ভাল উদাহরণ দেয়।

অ্যারিস্টটলের থিওরি অফ স্টেটের সমালোচনা:

অ্যারিস্টটল এর তত্ব রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর রাষ্ট্র তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা হ'ল এটি চরিত্রগতভাবে সর্বগ্রাসী। রাজ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা সর্বাত্মক। তাঁর রাজ্যের ব্যক্তিদের আলাদা কোনও মর্যাদা নেই। তারা পুরোপুরি রাজ্যের সাথে একীভূত হয়। এর জৈব প্রকৃতি সর্বগ্রাসী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

ব্যক্তিরা রাষ্ট্র থেকে পৃথক হলে তারা তাদের গুরুত্ব হারাবে কারণ মানব বা প্রাণীদেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপ হারাবে। সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের এই যুক্তি অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র তত্ত্বে, সমিতি বা সম্প্রদায়ের কোনও পৃথক গুরুত্ব বা অবস্থান নেই। রাষ্ট্র বা পলিস অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ধরে। তারা রাষ্ট্রের কাছে তাদের অস্তিত্ব owণী। এর অর্থ হ'ল সমস্ত সম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্রের দেহে মিশে গেছে।

এটি সূচিত করে যে পোলিসের সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন- "সকল ধরণের সম্প্রদায় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অংশের মতো"। এটি এখন একেবারেই সুস্পষ্ট যে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় উভয়ই পলিসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রবিরোধী। আমরা ব্যক্তি বা সমিতিগুলিকে কেবল রাজ্যের পরিশিষ্ট হিসাবে বিবেচনা করি না। আধুনিক যুগে জনগোষ্ঠী ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, এটি সত্য নয় যে রাজ্য বা পোলিস হ'ল সর্বোচ্চ উত্তমরতম প্রকাশ of এটি কোনও ভাল সন্দেহের দিকে লক্ষ্য করে তবে পরম উত্তম নয়। সর্বোচ্চ উত্তমর দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ মানুষের মঙ্গল বোঝায়, পোলিসের সমস্ত সদস্যের ভাল জীবন স্বল্প ব্যক্তি বা ব্যক্তির আংশিক কল্যাণ থেকে পৃথক।

বাস্তব জীবনে, কোনও সামর্থ্যযুক্ত রাষ্ট্রটি নিখুঁত উপায়ে ব্যক্তির চরিত্রটিকে ছাঁচ বা নির্ধারণ করতে পারে না। রাজ্যের ভূমিকা রয়েছে তবে এটি অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করে নেয়। সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি এর প্রতি অবিচার করেছেন।

যখন তিনি বলেন যে পলিসগুলি সর্বোচ্চ উত্তমর প্রকাশ, তখন তিনি দৃ manifestভাবে বলতে চান যে এটি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র, ব্যবহারিক জীবনে, কখনওই সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের ধারক হয় না।

যদিও অ্যারিস্টটল সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তার নিখুঁত অর্থে কথা বলেন না, তার বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে তিনি সার্বভৌমত্বের পরম প্রকৃতি সম্পর্কে একটি মোহ তৈরি করেছিলেন। একটি রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ চরিত্রটি মানব ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের পক্ষে সর্বদা অনন্য।

এই সমালোচনা সত্ত্বেও তার ধারণার সমর্থনে কিছু বলা দরকার। অ্যারিস্টটলের মতে রাজ্য কোনও চুক্তির পণ্য নয়। এটা স্বাভাবিক. এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র গঠনের পিছনে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই। মানুষের চেতনা এবং বুদ্ধি বিবর্তন রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করেছে।

এটি হঠাৎ করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা তৈরি করেন নি। শতাব্দীর প্রচেষ্টা একটি রাষ্ট্র গঠনের পিছনে রয়েছে। এটিই রাষ্ট্রের বিবর্তনীয় তত্ত্ব। একে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও বলা হয়।

পরিবার, সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্র – এগুলি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। অ্যারিস্টটলের এই যুক্তি নিয়ে আমরা সকলেই একমত। এমনকি আধুনিক চিন্তাবিদরাও মনে করেন যে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে রাজ্যই চূড়ান্ত রূপ

সরকারের ফরম Classification of Government

অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছিলেন যে ছয়টি সাধারণ উপায় ছিল যেগুলি সমাজের অধীনে রাজনৈতিক নিয়মের অধীনে সংগঠিত করা যেতে পারে, তার উপর নির্ভর করে কে শাসন করেছেন, এবং কার পক্ষে তারা শাসন করেছেন।

প্রথম সারির যারা ছিলেন তিনি সরকারের "প্রকৃত রূপ" হিসাবে অভিহিত ছিলেন, এবং দ্বিতীয় সারিতে থাকা ব্যক্তিরা প্রথম তিনটির "ত্রুটিযুক্ত এবং বিকৃত রূপ" ছিলেন।

সরকারের প্রকৃত রূপগুলি হ'ল সেই সকলের মধ্যে যা এক, বা কয়েকটি, বা অনেকগুলিই সাধারণ স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা করে; তবে যে সরকারগুলি বেসরকারী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শাসন করে, সেগুলির এক, বা কয়েকটি, বা অনেকেরই হোক, বিকৃততা।

[...]

অত্যাচার এক ধরণের রাজতন্ত্র যা কেবল রাজার স্বার্থের বিবেচনায় রেখেছিল; ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থ বিবেচনায় অভিজাত শ্রেণিপতি রয়েছে; গণতন্ত্র, অভাবীদের: তাদের কোনওটিই সবার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

এটি লক্ষণীয় যে এরিস্টটলের সময়ে, রাজ্যগুলি আজকের তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল। সুতরাং, গণতন্ত্রগুলিতে, অনেকেই খোলা কাউন্সিলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি শাসন করতে পারেন।

যদিও এখন আমাদের গণতন্ত্র অনেক বড়, মূল ধারণাগুলি একই রয়েছে: আমাদের ভোট আমাদের নিয়ম প্রয়োগের উপায় এবং আমাদের মধ্যে যে কেউ রাষ্ট্রের কোনও দফতরের পক্ষে নির্বাচন করতে পারে।

অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছিলেন যে ওলীগার্কি এবং গণতন্ত্র সরকার ক্ষমতার বন্টন ব্যতীত সাধারণ সাধারণ রূপ; এবং এইভাবে তিনি তাদের নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেন।

গণতন্ত্র এবং অভিজাত কর্তৃত্বের মধ্যে আসল পার্থক্য হ'ল দারিদ্র্য ও সম্পদ। পুরুষরা যেখানেই তাদের সম্পদের কারণে শাসন করে, সেখানে তাদের সংখ্যা কম বা অনেকই হোক না কেন, তা হ'ল একটি পরম্পরা, এবং যেখানে দরিদ্র শাসন, সেটাই গণতন্ত্র।

এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যারিস্টটল বাণী এবং গণতন্ত্রকে সহজাতভাবে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করেন নি। যদিও তারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের স্বার্থে পরিচালিত হলেও তারা অত্যাচারের বিপরীতে জীবনযাপনযোগ্য সমাজ উত্পাদন করতে সক্ষম, যা তার সঠিক মনের কোনও মুক্ত মানুষ বেছে নিতে পারে না।

তবে তিনি আরও দেখানোর চেষ্টা করেন যে শাসন করার আরও ভাল উপায় রয়েছে। এই আরও ভাল সিস্টেমগুলি নেতৃত্বের একটি মানের মানের উপর নির্ভরশীল যা অস্বাভাবিক

অতএব, তাঁর জন্য পরিষ্কারভাবে কাটা সেরা কোনও ব্যবস্থা ছিল না: "যে নীতিগুলি পুরুষরা শাসন করে এবং অন্যান্য পুরুষদের তাদের বশীভূত করে বলে দাবি করে সেগুলির মধ্যে একটিও কঠোরভাবে সঠিক নয়।"

গণতন্ত্র বনাম রাজনীতি

অ্যারিস্টটলের পক্ষে, গণতন্ত্রগুলি [যেমন তিনি তাদের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন] খুব ধ্রুপদী সমাজ ছিল, ধনী-দরিদ্র ছিল এবং এর মধ্যে খুব বেশি কিছু ছিল না। গণতন্ত্রের জন্য, "সাম্য তাদের লক্ষ্যগুলির চেয়ে সর্বোপরি, এবং তাই তারা এমন এক সময়ের জন্য শহর থেকে দূরে সরে যায় এবং তাদের নিষিদ্ধ করে দেয় যারা তাদের সম্পদ, বা তাদের বন্ধুদের সংখ্যা বা অন্য কোনও রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে খুব বেশি প্রাধান্য পায় বলে মনে হয়" "

অ্যারিস্টটল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি পছন্দ করার কারণগুলির একটি অংশ হ'ল তিনি জনতার বুদ্ধিতে বিশ্বাসী। (একটি উল্লেখযোগ্য আধুনিক ধারণা।) "জনগণ যদি পুরোপুরি অবনতি না ঘটে তবে স্বতন্ত্রভাবে তারা যাদের পক্ষে বিশেষ জ্ঞান আছে তাদের চেয়ে খারাপ বিচারক হতে পারে, তারা দেহ হিসাবে আরও ভাল বা উন্নত।"

এটি দরকারী, কারণ সমস্ত সমাজকে অবশ্যই তাদের প্রশাসনিক নিয়মগুলি পরিবর্তনের প্রয়োজন হিসাবে বিকাশ করতে হবে। কোনও সমাজই অনিচ্ছাকৃতভাবে চিরকালীন নিয়মের একটি নির্ধারিত সংবিধান মেনে চলতে পারে না; অনড়তা কোনও পরিবর্তিত বিশ্বে মূল্যবান গুণ নয়। (এমনকি আমেরিকান সংবিধানও সংশোধন করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।)

"আইনগুলি কেবল সাধারণ পদে কথা বলে এবং পরিস্থিতি সরবরাহ করতে পারে না। ... সুতরাং যুক্তিযুক্ত যে, লিখিত আইন অনুযায়ী কাজ করা সরকার স্পষ্টতই সেরা নয়। " নেতৃত্বের অবশ্যই পরিস্থিতিতে অনুসরণ করার সময় আইনগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম হতে হবে। এটিতে "কয়েকটি তুলনায় অনেকগুলিই বেশি অবিচ্ছেদ্য"; এবং সুতরাং এটি পরিবর্তন সবচেয়ে নমনীয় হতে পারে।

অ্যারিস্টটল এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্কও করেছিলেন, যাকে তিনি চরম গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছিলেন - কারণ এটি ডেমোগোগগুলিতে বাড়ে।

... যার মধ্যে আইন নয়, জনসাধারণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা তাদের ডিক্রি দিয়ে আইনকে বহিষ্কার করে। ... ডেমোগোগগুলি জনগণের ডিক্রিগুলি আইনগুলিকে ওভাররাইড করে এবং সমস্ত কিছু জনপ্রিয় সমাবেশে প্রেরণ করে। এবং তাই তারা দুর্দান্ত বেড়েছে, কারণ মানুষের হাতে সমস্ত কিছু রয়েছে এবং তারা তাদের হাতে জনগণের ভোট ধরে, যারা তাদের কথা শুনতে খুব প্রস্তুত।

অবশেষে এটি মোটেও একটি গণতন্ত্র হিসাবেই থেমে যায়, কারণ "যে ধরণের সংবিধানে সমস্ত বিষয় ডিক্রি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তা স্পষ্টভাবে শব্দের সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র নয়, কারণ ডিক্রি কেবল বিবরণের সাথে সম্পর্কিত।"

সঠিক ধরণের গণতন্ত্র, যদি আপনি চান তবে একটি শালীনতা: একটি আদর্শ গণতন্ত্র যা কেবল নেতৃত্ব নয়, সকলের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

একটি রাজনীতির সাফল্য নেতৃত্বের গুণমান এবং তাদের সাধারণ স্বার্থের সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল, এটি একটি আকর্ষণীয় প্রশ্নে দাঁড়ায়: যাইহোক, সাধারণ আগ্রহ কী?

এটি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা খুব কঠিন। এখানে, আমরা এরিস্টটলের কাছ থেকে অনেক পাঠ গ্রহণ করতে পারি না, কারণ "সাধারণ আগ্রহ" একটি ধারণা যা সময়ের সাথে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীকদের চেয়ে কারা "সাধারণ আগ্রহ" এর মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে এখন আমাদের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণা রয়েছে।

যাইহোক, সাধারণ নীতিগুলি - আইনের গুণমান, গুণাবলী এবং মধ্যবিত্ত - বিবেচনা করার মতো।

সমালোচনামূলকভাবে, "ভাল সরকারের দুটি অংশ রয়েছে; একটি হ'ল নাগরিকদের আইনগুলির প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য, অন্য অংশটি হ'ল আইনগুলি যে তারা মেনে চলে। আমাদের অনুসরণ করা আইনগুলির সামগ্রীতে আমাদের অবশ্যই নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে: সাধারণ স্বার্থের সাথে তারা সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য তাদের অবশ্যই ক্রমাগত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

এরিস্টটলও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিজেকে গুণের সাথে যুক্ত করে আধুনিক আদর্শের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন: একটি দুর্দান্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুখী মাধ্যমের চাষ করে তাদের স্বার্থে পরিচালনা করা উচিত।

এটি শালীনতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সুখী জীবন হ'ল নিরবচ্ছিন্ন গুণাবলী অনুসারে জীবন, এবং সেই গুণটি একটি গড় (গড়) হয়, তারপরে জীবন যা একটি অর্থে এবং প্রত্যেকটির দ্বারা অর্জিত হয়, অবশ্যই সেরা হতে হবে।

[...]

সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে সর্বোত্তম রাজনৈতিক সম্প্রদায়টি মধ্যবিত্ত নাগরিকদের দ্বারা গঠিত, এবং সেই রাজ্যগুলি সম্ভবত সুশাসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে মধ্যবিত্ত বৃহত্তর এবং অন্য শ্রেণীর উভয়ের চেয়ে সম্ভব হলে বৃহত্তর (সমৃদ্ধ এবং দরিদ্র)।

[...]

তারপরে দুর্দান্ত এমন এক রাষ্ট্রের সৌভাগ্য যেটিতে নাগরিকদের মধ্যম এবং পর্যাপ্ত সম্পত্তি রয়েছে; কারও কারও কাছে অনেক কিছু আছে এবং অন্য কিছু নেই, সেখানে চরম গণতন্ত্র বা খাঁটি অভিজাততা দেখা দিতে পারে; অথবা অত্যাচার থেকে চরম উত্থান হতে পারে... তবে এটি মাঝের এবং প্রায় সমান অবস্থা থেকে উত্থিত হওয়ার মতো সম্ভাবনা নেই।

বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণি আরও স্থিতিশীল রাজ্য উত্পাদন করে। সুতরাং, একটি রাজনীতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা চূড়ান্ত প্রয়োজন বা চরম সম্পদের নয়, তাদের সাধারণ আগ্রহের মূল্যায়ন সমস্ত সদস্যের পক্ষে সর্বাধিক উপকারী হবে।

উপসংহার: কেন সরকার আদৌ?

অ্যারিস্টটলের পক্ষে, সরকারগুলির সাথে রাজ্যে লোকদের সংগঠন তাদের জীবনে সুখ ও তৃপ্তি অর্জনের মূল উপাদান ছিল।

তারপরে এটি স্পষ্ট যে একটি রাষ্ট্র একটি নিখরচায় সমাজ নয়, একটি সাধারণ জায়গা রয়েছে, এটি অপরাধ প্রতিরোধ ও বিনিময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি এমন সমস্ত শর্ত যা ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; তবে এঁরা সবাই মিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন না, যা একটি নিখুঁত এবং স্বনির্ভর জীবনের জন্য পরিবারগুলিতে পরিবার এবং সংস্থাগুলির মঙ্গল এবং একটি সমষ্টি a

রাজ্যকে সুসংহত করার সর্বোত্তম উপায় হ'ল এটিই যা তার নাগরিকদের জন্য সর্বাধিক আনন্দ সৃষ্টি করে (অবশ্যই কোনও সহজ সমস্যা নয়)। অ্যারিস্টটলের পক্ষে, পলিসি, আদর্শ গণতন্ত্র, এই মানদণ্ডটি পূরণ করেছিল - এটি এমন গুণাবলী বিকাশের জন্য মঞ্জুরি দেয় যা সাধারণ স্বার্থকে সমর্থন করে এবং সম্পদের উপর জোর সীমাবদ্ধ করে, একটি পছন্দসই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের অনুমতি দেয়।

সুখ, পুণ্য বা উভয়ই হোক না কেন, তাদের মনের মধ্যে ও চরিত্রে সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ করা এবং বাহ্যিক সামগ্রীর একমাত্র মধ্যপন্থী অংশ রয়েছে এমন ব্যক্তির সাথে প্রায়শই পাওয়া যায় যা কোনও বাহ্যিক পণ্য রাখে অকেজো মাত্রা তবে উচ্চতর গুণাবলীর ঘাটতি।

মানুষ একজন জুনুন পলিটিকন Man as a zoon politikon

লোকটি একটি রাজনৈতিক প্রাণী, রাজনৈতিক দর্শনের এই মৌলিক অবস্থানের উত্সের উদ্ধৃতি না দিয়ে প্রায়শই জনগণের বিতর্কে শোনা একটি বাক্য। এরিস্টটলই ছিলেন রাজনীতিতে, প্রথমে মানুষটিকে "জুন পলিটিকন" বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই উদ্ধৃতিটির একটি ব্যাখ্যা নীচে সন্ধান করুন।

মানুষ একটি চিন্তাশীল প্রাণী

লোকটি "চিন্তাভাবনা প্রাণী" হিসাবে প্রকৃতির পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। যে চেতনা মানুষকে যুক্তিবাদী সত্তার হিসাবে আলাদা করে তোলে তা "ধ্বংস হতে অক্ষম" এটি মানসিকতার একটি বিশেষ অঙ্গ (আত্মা), যার ফলে দেহকে সজীব করে তোলে এমন শক্তি। আত্মা দেহ "প্রশিক্ষিত" এবং প্লেটো-র স্পিরিটের বিপরীতে, দেহ থেকে পৃথক অস্তিত্ব নেই existence সুতরাং, এটি দেহের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে না। তবে আত্মার মুদ্রা এবং সম্ভাবনা উভয়ই রয়েছে। আত্মাও কার্যকর, অর্থাত্ আনুষ্ঠানিক কারণ এবং চূড়ান্ত শরীর। অন্য কথায়, আত্মার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এটি এই পরিণতি অর্জনের উপায় নিয়ে থাকে।

মানুষ হ'ল রাজনৈতিক প্রাণীৰ ব্যাখ্যা

মানুষ একটি "রাজনৈতিক প্রাণী"। এই অ্যারিস্টটল মানে মানুষ আরও একটি "পোলিশ" বাস করে। মানুষ অন্যদের মধ্যে মানুষ হয়ে যায়, আইন এবং রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত এমন একটি সমাজে বাস করে। লোকটি তার সম্ভাবনা বিকাশ করে এবং একটি সামাজিক প্রসঙ্গে তার প্রাকৃতিক পরিণতি উপলব্ধি করে। এটি "ভাল জীবন"। এটি একটি সহজ জীবন নয়,

তবে পুণ্যের জীবন প্রতিফলিত হয় সর্বোচ্চ ভাল (ইউডাইমোনিয়া), প্রায়শই সুখ হিসাবে অনুবাদ হয়।

মানুষ প্রকৃতির দ্বারা একটি রাজনৈতিক প্রাণী:

এখন এটি স্পষ্ট যে রাজ্যটি একটি সংগঠনের একটি প্রাকৃতিক রূপ এবং প্রকৃতির দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং, রাষ্ট্র এবং এর সদস্য হিসাবে ব্যক্তি উভয়ই প্রাকৃতিক। অ্যারিস্টটল এখানেই থেমে নেই। তাঁর যুক্তি অব্যাহত রেখে তিনি বলেছেন যে মানুষ স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক প্রাণী।

রাজনৈতিক প্রাণী শব্দের অর্থ এমন একটি প্রাণী যা পোলিস বা রাজ্যে বা পলিসে থাকে। প্রকৃতি মানুষকে রাষ্ট্রের অংশ হতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং উত্সাহ দিয়েছে। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের বাইরে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এই রাষ্ট্রই তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। যদি দুর্ভাগ্য না হয় তবে কোনও পুরুষ পলিসের সদস্যপদ পেতে না পারলে তিনি সাব-ম্যানের স্তরে নেমে আসবেন। অন্যদিকে, কেউ যদি এমন অবস্থায় থাকতে অস্বীকার করে তবে তাকে সুপারম্যান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

একটি রাজ্যে বসবাস করা মানুষের স্বভাব is অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, প্রকৃতি উদ্দেশ্য ব্যতীত কিছুই করে না, এবং মানুষকে একটি রাজনৈতিক প্রাণী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা এবং অন্যান্য ভাল গুণাবলীর শক্তিতে তাকে একা প্রাণীদের মধ্যে রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক প্রাণি শব্দটির অর্থ মানুষের যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত শক্তি দিয়ে তিনি ভাল এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন; সঠিক এবং ভুল; ন্যায়বিচার এবং অন্যায়। অ্যারিস্টটলের মতে যুক্তিযুক্ততা হ'ল গৃহস্থালি বা শহরকে যে বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তি।

'পলিসের সদস্য হিসাবে' বা 'রাষ্ট্র' শব্দের অর্থ এরিস্টটলের বিভিন্ন নৈতিক ও রাজনৈতিক লেখায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন, রেকর্ড শো, জীবন বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী এবং সেগুলি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রাণিবিদ্যার রচনায় তিনি রাজনৈতিক প্রাণীও ব্যবহার করেছিলেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে গ্রেগ্রিয়রিয়েন্স মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

তবে মৌলিক পার্থক্যটি হ'ল মানুষ চেতনা এবং যুক্তিযুক্তি রাখে অন্য প্রাণীগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নেই। মানুষের রাজনৈতিকতা তাকে সংগঠন গঠনে সক্ষম করে এবং একটি ভাল জীবনযাত্রা চালায়।

রাষ্ট্র এবং সদস্য হিসাবে এরিস্টটলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ যুক্তির উপর ভিত্তি করে। এরিস্টটলের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল এ কারণে এটি সম্ভব। তিনি দুর্দান্ত কারণ হিসাবে মানুষ ছিলেন।